তারিখ 08 APR 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

বিজয়নগরের শফিকুল মহাবিদ্যালয়ের 'উল্টোযাত্রা'

সরকারি না করতে তদবির!

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ▷

সারা দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় সরকারি করার ঘোষণার পর চলছে প্রতিযোগিতা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা শুরু করেছেন দৌড়ঝাঁপ, চালাচ্ছেন তদবির। কিন্তু ব্যতিক্রম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলার কাজী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়। নামকরা ওই প্রতিষ্ঠানটি সরকারি না করতে উল্টো তদবির চালিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির কর্তা ব্যক্তিরা প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এ ব্যাপারে আবেদন করেছেন।

বিভিন্ন দপ্তরে পাঠানো কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও অধ্যক্ষের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, 'কলেজ পরিচালনা পর্ষদের গত ২২ ফেব্রুয়ারির সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক, কলেজটির সার্বিক শিক্ষার পরিবেশ ও গুণগত মান বজায় রাখার স্বার্থে তথা প্রতিষ্ঠানটিতে অধ্যয়নরত শতভাগ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য কলেজটিকে জাতীয়করণ না করার জন্য আপনার সুমর্জি কামনা করছি।' সরকারি হলে কলেজের তথা এলাকার পরিবেশ বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা রয়েছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়। এলাকার মানুষ কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি করতে আগ্রহী নয় বলেও আবেদনে বলা হয়।

বিষয়টিকে 'হাস্যকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে উল্লেখ করেছেন কলেজে কর্মরত শিক্ষকরা। তবে এ বিষয়ে তাঁরা নাম প্রকাশ করে মুখ খুলতে চাইছেন না। কারণ জাতীয়করণের দাবিতে হওয়া মানববন্ধনে অংশ নেওয়া একাধিক শিক্ষককে 'খোঁড়া অজুহাতে' বহিষ্কার করা হয়েছে। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এলাকাবাসী আবেদনের বিষয়টি জেনে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

বিজয়নগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. জহিরুল ইসলাম ভূঞা বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে সব দিক থেকে শফিকুল ইসলাম কলেজ বিজয়নগরের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এটি সরকারি হলে কর্তৃত্বে ব্যাঘাত ঘটবে বলেই তাঁরা চাচ্ছেন না। একটি মহল এটাকে কুক্ষিগত করে রেখেছে। এটাকে বাণিজ্যিকপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে কলেজটির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে না।'

উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির (বিআরডিবি) সভাপতি দীপক চৌধুরী বাপ্পি বলেন, 'কলেজটি সরকারি হলে সুযোগ-সুবিধা বাড়ত। এটিকে সরকারি না করার আবেদন সরকারের নীতির পরিপন্থী। নিশ্চয়ই কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এ ধরনের আবেদন করা হয়েছে।'

মহাবিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৬ সালে বিজয়নগরের ইসলামপুর এলাকায় কাজী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ডিগ্রি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর থেকে শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কলেজটি সুনাম অর্জন করে আসছে। ২০০৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত টানা সাত বছর প্রতিষ্ঠানটি এইচএসসির ফলে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে ২০তম স্থানের মধ্যে থাকে। ১৯৯৭ সালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার লাভ করে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কলেজটিতে বর্তমানে প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। এমপিওভুক্ত ও বিনা এমপিও মিলিয়ে প্রায় ১০০ জন শিক্ষক কর্মরত। এখানে স্নাতক (পাস ও সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কয়েকটি কোর্স চালু আছে। একাধিক বহুতল ভবনের কলেজটিতে রয়েছে হোস্টেল সুবিধা।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন এর প্রতিষ্ঠাতা কাজী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। অভিযোগ রয়েছে, বরাবরের মতো ২০১৫ সালে গঠিত সর্বশেষ পরিচালনা কমিটিতে তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কমিটির দাতা সদস্য হিসেবে আছেন শফিকুলের স্ত্রী লুৎফা ইসলাম ও ছেলে মাইনুল ইসলাম, ছোট দুই ভাই ডা. কাজী শরীফুল ইসলাম ও কাজী কায়কোবাদুল ইসলাম কমিটির যথাক্রমে চিকিৎসক প্রতিনিধি ও বিদ্যোৎসাহী সদস্য। এ ছাড়া শফিকুলের চাচাতো ভাই কাজী সৈয়দুল ইসলাম, কাজী হারিছুর রহমান ও কাজী এনামুল ইসলাম যথাক্রমে অভিভাবক সদস্য, বিদ্যোৎসাহী সদস্য ও অভিভাবক সদস্য। তাঁদের কয়েকজন দেশের বাইরে থাকেন। কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সভাপতির ঘরের লোক হওয়ায় ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের একাধিক শিক্ষক বলেন, 'কলেজ সরকারি করা দাবি জানিয়ে মানববন্ধন করতে গিয়ে আমাদের কয়েকজনকে খেসারত দিতে হচ্ছে। কলেজ থেকে বহিষ্কারের পাশাপাশি মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। কলেজে অনেক অনিয়ম-দুর্নীতি হলেও এ নিয়ে কথা বলা কঠিন। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রবেশপত্র বাবদ পাঁচ টাকা নেওয়ার সর্বশেষ দুর্নীতির খবর বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।'

কলেজের অধ্যক্ষ মো. শফিকুর রহমান বলেন, 'কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভায় সরকারি না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিষয়টি সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়েছে।' কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এবং এতে ক্ষতিটা কী হতো? এমন প্রশ্নে তিনি পরিচালনা কমিটির সভাপতির সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন।

তবে এ বিষয়ে কলেজ পরিচালনা পরিচালনা কমিটির সভাপতি কাজী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বলেন, শুধু ব্যবস্থাপনা কমিটি নয়, এটি এলাকাবাসীরও দাবি, যাতে কলেজটি সরকারি না হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন গতকাল সকালে ঢাকায় অবস্থান করছেন জানিয়ে মোবাইল ফোনে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এ মাসেই আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জয়েন করলাম। যে কারণে এখানকার অনেক বিষয়ই আমার জানা নেই।'